যুব প্রবণতা

মে ২০২৬

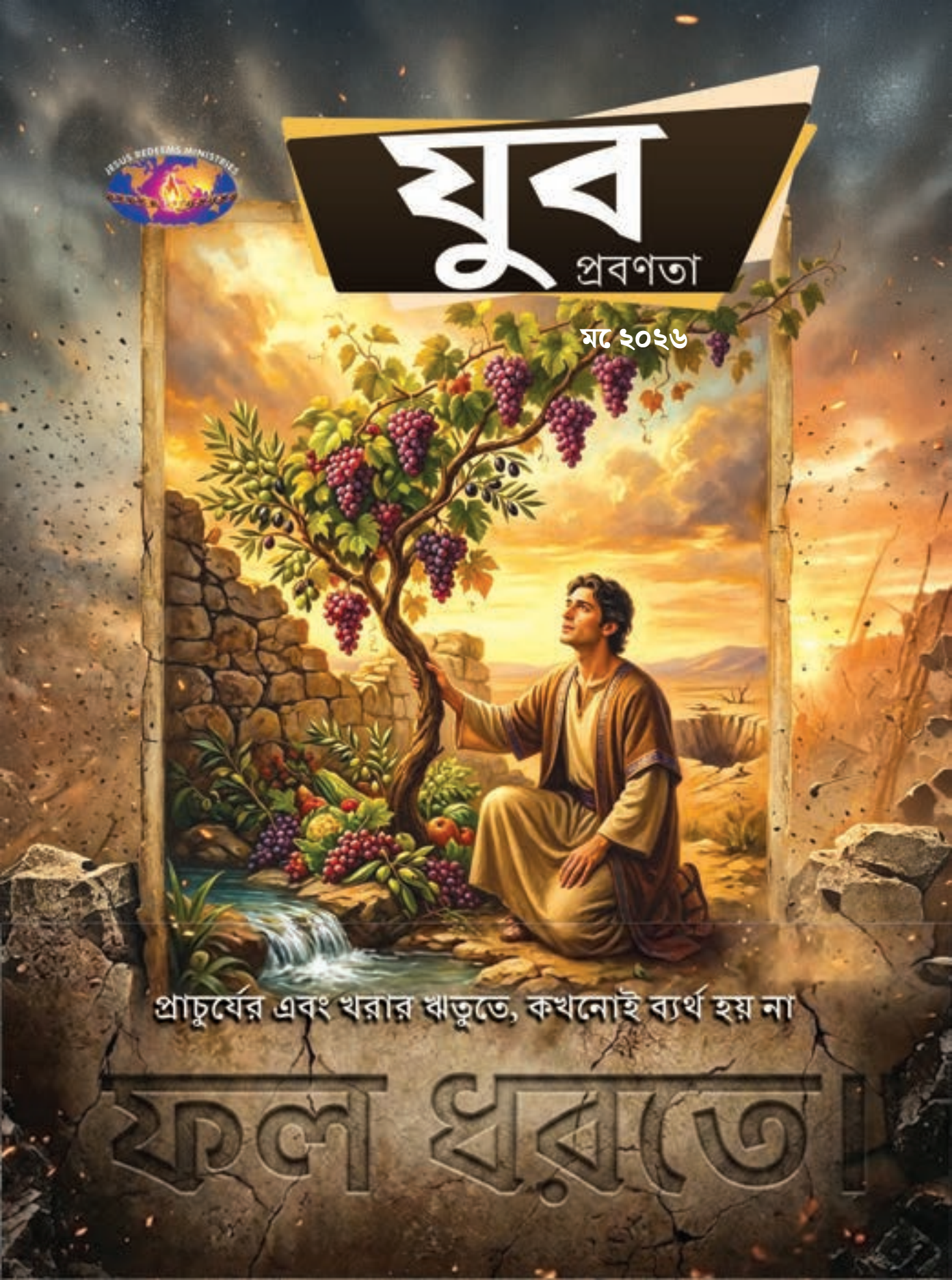

প্রাচুর্যের এবং খরার ঋতুতে, কখনোই ব্যর্থ হয় না

ফল ধরতে!

ভূমিকা

আমার প্রিয় যুবকগণ, যিশু খ্রিষ্টের মহামূল্যবান নামে তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই!

আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, প্রত্যেককে এমন একটি জীবন যাপন করতে আহ্বান করেছেন যা তাঁর জন্য ফল বহন করে। তাঁর ইচ্ছা শুধু এই নয় যে তোমরা ফল বহন করবে, বরং তোমাদের ফল স্থায়ী হবে। যেমন তোমরা তোমাদের শারীরিক বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দাও, তেমনি প্রতিদিন নিজেদের পরীক্ষা করতে হবে—তোমাদের আত্মিক জীবন বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না। তোমাদের আত্মিক বৃদ্ধি একটি ফলবান জীবনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে।

যে জীবনে ফল কমে যায় বা হারিয়ে যায়, তা বিপজ্জনক। শাস্ত্রে দেখা যায়, যারা ফল বহন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা শেষ পর্যন্ত হোঁচট খেয়েছে এবং পতনের দিকে এগিয়েছে। সমৃদ্ধির সময়ে ফল বহন করা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু শুষ্ক সময়ে ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু এমনকি খরার সময়েও যুবক যোসেফ বিশ্বস্ত থেকেছেন এবং ফল বহন করেছেন।

যদি তোমরা জীবনে ঈশ্বরের জন্য ক্রমাগত ফল বহন করতে চাও, তবে যোসেফের মতো পৃথক জীবন যাপন করতে হবে। যখন তোমরা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করো, বিশ্বাসে দৃঢ় থাকো, এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্য পালিয়ে যাও—তখন মুক্তি সম্ভব হয়, পবিত্রতা অর্জনযোগ্য হয়, উন্নতি ও সম্মান নিশ্চিত হয়।

অতএব,
যোসেফের মতো,
ঈশ্বরের জন্য ফল বহন
করতে থাকো—তোমার বাড়িতে,
কর্মস্থলে,
বা শিক্ষার স্থানে।
ঈশ্বর অবশ্যই তোমাকে আশীর্বাদ করবেন

খ্রিষ্টের সেবায়,
মোহন সি. লাজারাস

ছোট শুরু, বড় প্রভাব

আমার তরুণ অর্জনকারীদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা! আমাদের জীবনে ছোট ছোট প্রচেষ্টা প্রায়ই বড় সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। এখানে একজন অসাধারণ নারীর অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা তুলে ধরা হলো, যিনি ছোট থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলেছেন। তিনি হলেন আনিতা রডিক।

অনিতা রডিক যুক্তরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি সামাজিক সমস্যা, মানবাধিকার এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কর্মজীবন সম্পন্ন করার পর তিনি কিছু সময় শিক্ষকতা করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি বহু দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, বিভিন্ন জীবনধারা সম্পর্কে শিখেছিলেন এবং প্রাকৃতিক পণ্যের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

১৯৭৬ সালে, ব্রাইটন শহরে তিনি একটি ছোট দোকান শুরু করেছিলেন যার নাম ছিল 'দ্য বডি শপ'। শুরুতে লাভ ছিল খুবই সামান্য। তবুও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁর পণ্যে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের প্রতিশ্রুতিতে অটল ছিলেন। এছাড়াও তিনি দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে কোনো প্রাণীর উপর পরীক্ষা করা পণ্য তিনি বিক্রি করবেন না এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত এই নীতিতে অবিচল ছিলেন।

তাঁর অনন্য দৃষ্টি ও দৃঢ় প্রচেষ্টা দ্য বডি শপ কে একটি বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডে রূপান্তরিত করেছিল, যার শাখা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যবসা সফল হলেও অনিতা সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তিনি সক্রিয়ভাবে ন্যায্য বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে তাঁর প্রভাব ব্যবহার করেছিলেন। আজ তিনি আমাদের সবার জন্য একটি শক্তিশালী উদাহরণ এবং তাঁর অবদানের জন্য অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন।

বন্ধুরা, এটি পড়ার সময় মনে রাখুন: ছোট প্রচেষ্টায় দৃঢ়ভাবে অটল থাকলে আমরা আমাদের স্বপ্নের উচ্চতায় পৌঁছাতে পারি।

আমাদের শুধু একটি কাজ করতে হবে: "একটি ছোট পদক্ষেপ নিন, বড় একটি টাওয়ার গড়ে তুলুন।"

বিজ্ঞান এবং বাইবেল 2

হ্যালো বন্ধুরা, বিজ্ঞান এবং বাইবেল সিরিজের মাধ্যমে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি খুব আনন্দিত।

বন্ধুরা, তোমরা কি কখনও দেয়ালে বল ছুঁড়ে খেলার চেষ্টা করেছ? যখন তুমি বলটিকে জোরে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ো, তখন কী হয়? যত জোরে ছুঁড়ো, তত জোরে বলটি তোমার দিকে ফিরে আসে, তাই না?

কিন্তু কেন এমন হয়? কেন বলটি দেয়ালে আঘাত করার পর সোজা নিচে পড়ে যায় না? এর পিছনে কী বিজ্ঞান কাজ করছে? জানতে আগ্রহী তো, বন্ধুরা?

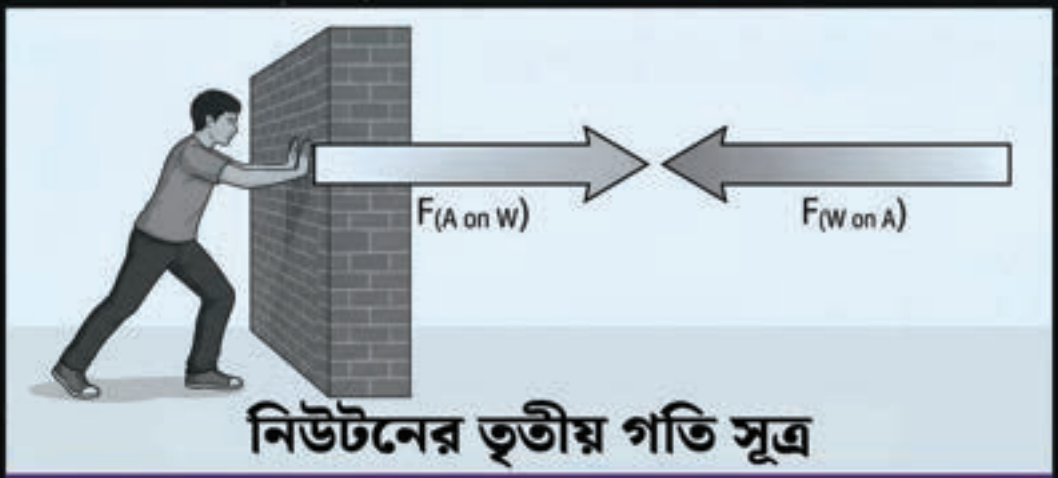

নিউটনের তৃতীয় গতি সূত্র অনুযায়ী, প্রকৃতির প্রতিটি ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। যখন একটি বস্তু (আমরা) অন্য একটি বস্তুর (দেয়াল) উপর বল প্রয়োগ করি, তখন একই সময়ে দ্বিতীয় বস্তুটি (দেয়াল) প্রথম বস্তুর (আমরা) উপর সমান পরিমাণ বল প্রয়োগ করে।

সবচেয়ে সুন্দর অংশ হলো: যখন আমরা বলটিকে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ি, সেটিকে বলা হয় Action (ক্রিয়া)।

সুন্দর অংশটি হলো এই: যখন আমরা বলটিকে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারি, সেটিকে বলা হয় কর্ম। আর যখন দেয়াল সেই বলটিকে আমাদের দিকে ফেরত পাঠায়, সেটিকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ, আমরা যে পরিমাণ কর্ম করি, তার উপরই নির্ভর করে আমরা কতটা প্রতিক্রিয়া পাই।

বন্ধুরা, শুধু নিউটনের সূত্রই নয়, বাইবেলও একই নীতি শেখায়। গালাতীয় ৬:৭-এ বলা হয়েছে: "মানুষ যা বপন করে, তাই সে ফসল কাটে।" হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা অন্যদের জন্য যত ভালো কাজ করি, ততই ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ পাই। একইভাবে, আমরা যতটা ভুল করি, ততটাই আমাদের জীবনে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু তাই নয়: আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যতটা সময় কাটাই, ঈশ্বর আমাদের ততটাই ব্যবহার করতে পারেন।

আমরা যত বেশি সময় জাগতিক বিষয়ে ব্যয় করি, ততই আমরা ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যাই, তাঁর উদ্দেশ্য ও আহ্বান হারাই, এবং অবাধ্য পুত্রের মতোই এক দুঃখজনক অবস্থায় পৌঁছে যাই।

তাই কখনো ভুলে যেও না, বন্ধুরা: আমরা যতটা কর্মে যুক্ত হই, ঈশ্বরও ততটাই প্রতিক্রিয়া দেন।

তাই বন্ধুরা, সাবধান থাকুন। যা কিছুই করুন, জ্ঞানীভাবে করুন। বাইবেল আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, যখন ঈশ্বর আসেন, তিনি প্রতিটি কাজের জন্য পুরস্কার সঙ্গে নিয়ে আসেন।

তাই এই নীতিটি মনে রাখুন:

প্রতিটি কর্মের সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে।

(গবেষণা চলতে থাকে...)

এলিয়াহ – যাকে ঈশ্বর খুঁজে নেন

ইস্রায়েলে রাজা আহাবের শাসনকালে তাঁর স্ত্রী ইজেবেল জাদুবিদ্যা, মূর্তিপূজা এবং রক্তবলির মাধ্যমে জাতিকে গভীর আত্মিক অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিলেন। এমন নৈতিক ও আত্মিক পতনের সময়ে প্রভু একজন নবীকে উত্থাপন করেছিলেন—এলিয়াহকে। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ, কোনো খ্যাতনামা পরিবার থেকে আসেননি, কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তবুও এলিয়াহর মাধ্যমে ঈশ্বর এক শক্তিশালী আত্মিক জাগরণ ঘটিয়েছিলেন, এবং সমগ্র জাতিকে আবার প্রভুর কাছে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এটাই প্রকৃত পুনর্জাগরণ। তবে আজকের সময়ে আমাদের জাতির জন্য একজন এলিয়াহ যথেষ্ট নয়। তাই ঈশ্বর চান আপনাদের মতো তরুণদের উত্থাপন করতে, যেমন তিনি এলিয়াহকে করেছিলেন, যাতে আপনারা তাঁর হাতে যন্ত্র হয়ে উঠতে পারেন (১ রাজাবলি ১৭, ১৮, ১৯)।
প্রভু এলিয়াহকে এত শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করেছিলেন অনেক কারণে, তবে এখানে আমরা তাঁর জীবনের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ গুণের কথা ভাবব।

১. এলিয়াহ – একজন মানুষ যিনি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতেন

এলিয়াহ সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন:

"ইস্রায়েলের প্রভু জীবিত, যাঁর সামনে আমি দাঁড়াই, এই কয়েক বছরে আমার কথার ব্যতীত শিশির বা বৃষ্টি হবে না।"

তিনি এই কথা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন কারণ তিনি সর্বদা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে দাঁড়াতেন।

নির্গমন ৩৪:২-এ দেখা যায়, যখন প্রভু মোশিকে সকালে উঠে তাঁর উপস্থিতিতে আসতে ডাকলেন, মোশি সঙ্গে সঙ্গে মান্য করেছিলেন এবং পর্বতে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

আজ আপনি কি বলতে পারেন: "আমি প্রতিদিন যীশুর উপস্থিতিতে দাঁড়ানো একজন মানুষ"?

প্রিয় তরুণরা, আপনাদের প্রতিদিন ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা গড়ে তুলতে হবে, বিশেষ করে ভোরবেলায়।

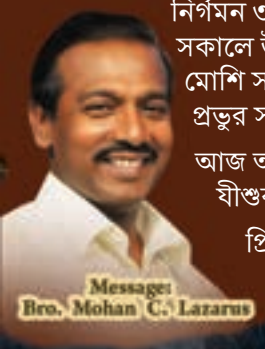

২. এলিয়াহ – একজন মানুষ যিনি ঈশ্বরের বাক্য মান্য করেছিলেন

প্রভু এলিয়াহকে বলেছিলেন:

"যাও, আহাবের সামনে নিজেকে উপস্থিত করো।"

"চেরিথ নদীর ধারে লুকিয়ে থাকো; সেখানে আমি কাকদের মাধ্যমে তোমাকে আহার দেব।"

"জারেফাতে যাও; সেখানে এক বিধবা তোমার জন্য ব্যবস্থা করবে।"

এলিয়াহ প্রভুর প্রতিটি বাক্য সম্পূর্ণভাবে মান্য করেছিলেন। এমনকি সাড়ে তিন বছর পর যখন ঈশ্বর বললেন, "যাও, আহাবের সামনে নিজেকে দেখাও," এলিয়াহ বিনা দ্বিধায় গিয়েছিলেন। তিনি শুধু ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনতেন না—তিনি তা পালন করতেন।

একইভাবে, আপনাদেরও শুধু ঈশ্বরের কণ্ঠ শোনার জন্য নয়, বরং তা বিশ্বস্তভাবে মান্য করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে।

৩. এলিয়াহ – একজন মানুষ যিনি তাঁর জাতির জন্য ভার বহন করতেন

এলিয়াহর হৃদয় গভীরভাবে দুঃখিত হয়েছিল যখন তিনি দেখেছিলেন তাঁর জাতি প্রভুর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে মূর্তিপূজা ও জাদুবিদ্যায় লিপ্ত হচ্ছে। ভগ্ন হৃদয়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন সাড়ে তিন বছর বৃষ্টি না হয়, যাতে মানুষ অনুতপ্ত হয়ে প্রভুর কাছে ফিরে আসে। আর যখন তারা ফিরে এল, তিনি আবার প্রার্থনা করলেন যেন আকাশ খুলে বৃষ্টি পাঠায়।

প্রিয় তরুণরা, আপনাদের হৃদয়েও জাতির মানুষের জন্য ভার থাকতে হবে—যারা পাপে বন্দী, কষ্টে নিমজ্জিত এবং আত্মিক দাসত্বে আবদ্ধ।

৪. এলিয়াহ – একজন মানুষ যিনি প্রভুর জন্য উত্সাহী ছিলেন

এলিয়াহ ঘোষণা করেছিলেন: "আমি সর্বশক্তিমান প্রভুর জন্য অত্যন্ত উত্সাহী ছিলাম" (১ রাজাবলি ১৯:১৪)। কার্মেল পর্বতে তিনি সাহসের সঙ্গে জনগণকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন: "কতদিন তোমরা দুই মতের মধ্যে দোদুল্যমান থাকবে? যদি প্রভু ঈশ্বর হন, তবে তাঁকে অনুসরণ করো; আর যদি বাল ঈশ্বর হয়, তবে তাকে অনুসরণ করো" (১ রাজাবলি ১৮:২১-২৪)। তারপর তিনি বললেন, "আমি প্রভুর নামে ডাকব, আর যে ঈশ্বর আগুন দিয়ে উত্তর দেবেন—তিনিই ঈশ্বর।" এমন সাহস তাঁর গভীর আবেগ ও ঈশ্বরের প্রতি উত্সাহ থেকে প্রবাহিত হয়েছিল। সেই একই উত্সাহ আজকের তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে জ্বলতে হবে।

৫. এলিয়াহ – একজন মানুষ যিনি কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন

যখন এলিয়াহ ঘোষণা করেছিলেন যে বৃষ্টি হবে না, আহাব ও ইজেবেল তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তখন ঈশ্বর তাঁকে নির্দেশ দিলেন: "চেরিথ নদীর ধারে লুকিয়ে থাকো।" কিন্তু সেখানে নদী শুকিয়ে গেল, আর এলিয়াহ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সম্মুখীন হলেন। তারপর প্রভু তাঁকে জারেফাতে যেতে বললেন, যেখানে এক বিধবা তাঁকে টিকিয়ে রাখবে।

আহাব দুর্ভিক্ষের জন্য এলিয়াহকে দোষারোপ করেছিল এবং তাঁকে ধরার জন্য সর্বত্র খুঁজেছিল। এলিয়াহ বিপদ, দীর্ঘ যাত্রা, ক্ষুধা ও কষ্ট সহ্য করেছিলেন, তবুও তিনি কখনও ঈশ্বর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি।

প্রিয় তরুণরা, আপনাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে এমন একটি জীবন গ্রহণ করতে, যেখানে ক্রুশ বহন, পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া এবং কষ্ট সহ্য করা থাকতে পারে।

৬. এলিয়াহ – একজন মানুষ যিনি আন্তরিক প্রার্থনা করতেন

বাইবেল বলে: "এলিয়াহ আমাদের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। তবুও তিনি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন যেন বৃষ্টি না হয়, আর সাড়ে তিন বছর ধরে দেশে বৃষ্টি হয়নি।" (যাকোব ৫:১৭-১৮) যখন বিধবার ছেলে মারা গেল, এলিয়াহ প্রার্থনা করলেন: "হে প্রভু আমার ঈশ্বর, এই শিশুর প্রাণ যেন ফিরে আসে।" ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনলেন, আর শিশুটি জীবিত হয়ে উঠল (১ রাজাবলি ১৭:২০-২২)।

যখন এলিয়াহ কার্মেল পর্বতে আগুনের জন্য প্রার্থনা করলেন, আকাশ থেকে আগুন নেমে এল (১ রাজাবলি ১৮:৩৬-৩৮)।

ঈশ্বর তাঁদের ব্যবহার করেন যারা প্রার্থনা করে। তাই আপনাদেরও এলিয়াহর মতো আন্তরিক ও উত্সাহী প্রার্থনায় নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে।

আজকের তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান

প্রিয় তরুণরা, যিনি এলিয়াহকে ব্যবহার করেছিলেন সেই একই ঈশ্বর আপনাদেরও ব্যবহার করতে সক্ষম।

আপনারা যখন প্রার্থনা করবেন, ঈশ্বর আপনার প্রার্থনাকে সম্মান করবেন এবং অলৌকিক কাজ করবেন।

এলিয়াহর মতো...

- ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ান
- তাঁর বাক্য শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য করুন
- জাতির জন্য ভার বহন করুন
- ঈশ্বরের জন্য উত্সাহী হোন
- তাঁর জন্য কষ্ট গ্রহণ করুন
- আন্তরিক ও অবিচল প্রার্থনা করুন

তাহলে ঈশ্বর আপনাদের এই প্রজন্মের জন্য এলিয়াহ হিসেবে উত্থাপন করবেন!

Heart Beat

অ্যাডভোকেট না শিক্ষক?

আমি সম্প্রতি আমার দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা সম্পন্ন করেছি। আমার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হলো একজন আইনজীবী হওয়া। তবে আমার বাবা-মা বলেন, যদি আমি আইন পেশায় যাই, তবে আমাকে মামলার জন্য প্রায়ই ভ্রমণ করতে হতে পারে, কখনও দীর্ঘ দূরত্বে, এবং কখনও কখনও রাতে দেরি করে বাড়ি ফিরতে হতে পারে। তাঁদের বিশ্বাস, এমন জীবনধারা একটি মেয়ের (আমার) জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। তাঁরা আরও উদ্বিগ্ন যে, অপরাধমূলক মামলার সঙ্গে যুক্ত হলে আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে শত্রু তৈরি করতে পারি বা অন্যদের শত্রুতার মুখোমুখি হতে পারি। তাঁদের মতে, আইন পেশা কখনও কখনও কঠিন এবং জটিল হতে পারে। তাই তাঁরা পরামর্শ দেন যে আমি পরিবর্তে বি.এড. এবং এম.এড. এর মতো শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স করে একজন শিক্ষক হওয়া উচিত।

কিন্তু আমার আন্তরিক ইচ্ছা হলো আইন পড়া, সমাজের সেবা করা এবং ন্যায়বিচারের জন্য কণ্ঠ তোলা। এখন আমি বিভ্রান্ত—আমি কি আমার বাবা-মায়ের ইচ্ছা অনুসরণ করে শিক্ষক হবো? নাকি আমি আমার নিজের স্বপ্ন পূরণ করে আইনজীবী হবো? দয়া করে আমাকে দিকনির্দেশ দিন। — সুগন্যা, মাদুরাই

প্রিয় বোন সুগন্যা,

আপনার একজন উৎকৃষ্ট আইনজীবী হয়ে সমাজের সেবা করার, বিশেষ করে দরিদ্রদের সাহায্য করার এবং ন্যায়বিচারের জন্য দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি আপনার মহৎ আকাঙ্ক্ষাকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করি। একই সময়ে, আমি বুঝতে পারি সেই দুঃখ ও বিভ্রান্তি যা আপনি অনুভব করছেন যখন আপনার বাবা-মায়ের প্রত্যাশা ও ভালোবাসার উদ্বেগ আপনার স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সুগন্যা, আপনার বাবা-মায়ের কথায়ও কিছুটা সত্যতা ও শুভেচ্ছা রয়েছে। আজকের পৃথিবীতে নারীদের জন্য নিরাপত্তা কখনও কখনও একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে, এবং সম্ভবত আপনার বাবা-মায়ের দ্বিধা আপনার কল্যাণের প্রতি তাঁদের আন্তরিক উদ্বেগ থেকেই এসেছে। যদিও আপনি আইন পেশার প্রতি উত্সাহী, তাঁরা মনে করতে পারেন যে একটি নিরাপদ ক্যারিয়ার পথ বেছে নেওয়া আপনাকে সুরক্ষিত রাখবে।

আপনার বাবা-মায়ের ভালোবাসা থেকে দেওয়া পরামর্শ নিজেই যত্নের একটি সুন্দর প্রকাশ। এই পর্যায়ে, আপনার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে আইনজীবী হওয়া এবং শিক্ষক হওয়া—উভয় পেশার সুবিধা ও চ্যালেঞ্জগুলো সতর্কভাবে গবেষণা করা।

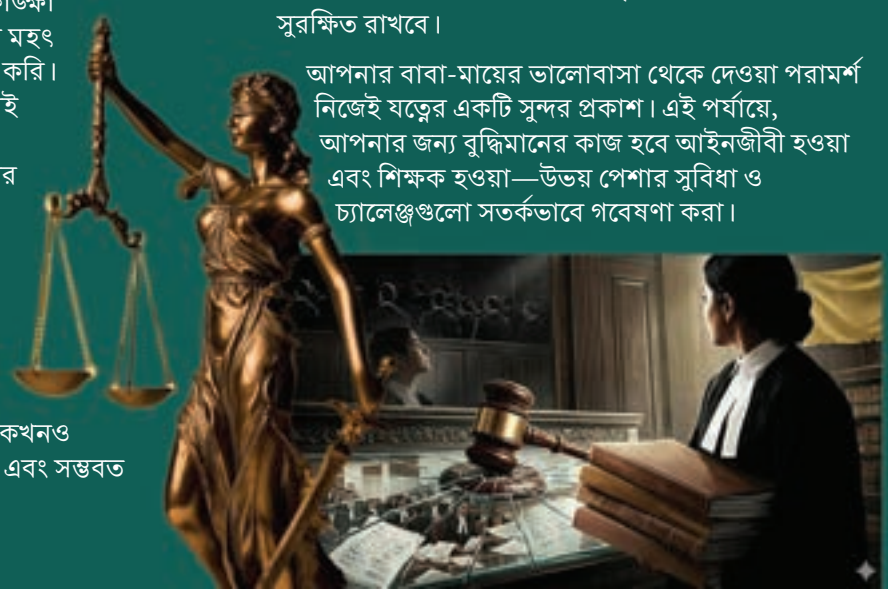

অ্যাডভোকেটের পথ

- একজন আইনজীবী নারীর ন্যায়বিচারের জন্য শক্তিশালী কণ্ঠ তুলতে পারেন, বিশেষ করে যখন অনেক নারী অন্যায় ও নিপীড়নের শিকার হন।
- নারীদের সংগ্রাম বুঝে একজন আইনজীবী তাঁদের আদালতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এবং সত্য ও ন্যায়ের জন্য যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেন।
- আইন পেশা একটি সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ ক্ষেত্র, যা স্থিতিশীল ও ফলপ্রসূ জীবিকা অর্জনের সুযোগ দেয়।
- নারী আইনজীবীরা উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন করে পরবর্তীতে বিচারক, আইন উপদেষ্টা বা ম্যাজিস্ট্রেটের মতো পদে উন্নীত হতে পারেন।

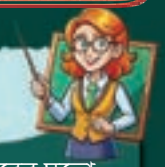

শিক্ষকের পথ

- একজন মহান শিক্ষক হলেন ভাস্করের মতো, যিনি ছাত্রদের মন গড়ে তোলেন এবং তাঁদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে প্রকাশ করেন। যেমন ভাস্কর একটি পাথরের মধ্যে মূর্তি দেখেন, তেমনি একজন শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে মহত্ত্ব দেখেন।
- একজন শিক্ষক মাতৃসুলভ যত্ন ও সহানুভূতির মাধ্যমে ছাত্রদের বুঝতে পারেন, তাঁদের পথনির্দেশ করেন এবং উৎসাহ দেন।
- শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা, যা সমাজ গভীরভাবে সম্মান করে, এবং শিক্ষকরা সমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করেন।
- শিক্ষকরা ভবিষ্যতের নেতা, দূরদর্শী এবং নিঃস্বার্থ সমাজসেবীদের গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখেন।

উদাহরণস্বরূপ, ড. এ.পি.জে. আব্দুল কালামের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা নিবেদিত শিক্ষকদের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিলেন।

উভয় পেশারই মহান মূল্য ও অর্থবহ সুযোগ রয়েছে। যদি আপনার হৃদয় সত্যিই আইন পেশার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, তবে আপনি বিনয়ের সঙ্গে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে এর সুফলগুলো আপনার বাবা-মাকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। তাঁরা আপনাকে ভালোবাসেন এবং আপনার কল্যাণ চান, তাই তাঁরা শেষ পর্যন্ত আপনার আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারেন এবং তাঁদের মতামত পুনর্বিবেচনা করতে পারেন।

তবে, যদি আপনি শিক্ষকতার মহত্ত্ব উপলব্ধি করেন এবং আপনার বাবা-মায়ের পরামর্শ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে সেটিও একটি পরিপূর্ণ জীবন এবং পরিবারের মধ্যে সাদৃশ্য আনতে পারে।

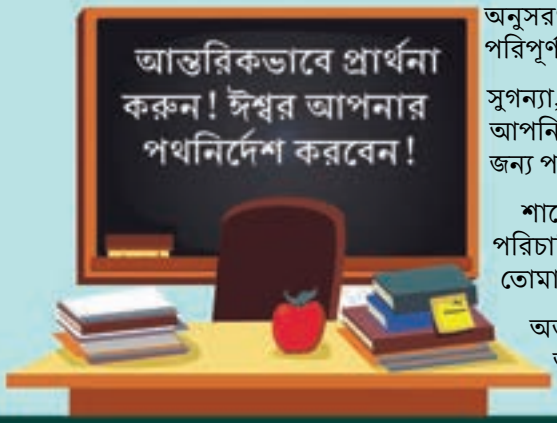

সুগন্যা, ঈশ্বর আপনার জন্য একটি চমৎকার ভবিষ্যৎ প্রস্তুত করেছেন। যদি আপনি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেন এবং যীশুকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পথনির্দেশ করতে বলেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে পরিচালনা করবেন।

শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে: “আমি তোমাকে শিক্ষা দেব এবং সেই পথে পরিচালিত করব যেদিকে তোমার যাওয়া উচিত; আমি আমার চোখ দিয়ে তোমাকে পথ দেখাব।” (গীতসংহিতা ৩২:৮)

অতএব, আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করুন এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজ করুন। আপনার পথ অবশ্যই পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ফল ধরো

আজকের পৃথিবীতে তরুণরা অনেক স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ভালো শিক্ষা, সফল কর্মজীবন, সামাজিক স্বীকৃতি, খ্যাতি এবং সম্পদ—এসবই প্রায়ই তাঁদের যাত্রাকে গঠন করে।

কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অনেকেই নিজেদের কাছে করে না: "আমি কি এমন একটি জীবন যাপন করছি যা ঈশ্বরের জন্য ফল আনে?"

খ্রিষ্টীয় জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য হলো ফলবান হওয়া।

আমরা যেখানে থাকি না কেন, আমাদের আহ্বান করা হয়েছে এমন জীবন যাপন করতে যা ঈশ্বরের কাজে ফল উৎপন্ন করে। একবার একটি ডুমুর গাছ সবুজ পাতায় ভরপুর দেখালেও, যেহেতু সেটি কোনো ফল দেয়নি, যীশু সেটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

বাহ্যিকভাবে এটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ দেখালেও, এটি ছিল ফলহীন।

একইভাবে, আমাদের থাকতে পারে:

প্রতিভা | সৌন্দর্য | শিক্ষা | সম্পদ

কিন্তু ফল ছাড়া একটি জীবন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিরর্থক হয়ে যায়।

ফলবান জীবনের রহস্য

একটি বাগানে অনেক গাছ থাকে, কিন্তু যে গাছ মাটির থেকে সবচেয়ে বেশি পুষ্টি গ্রহণ করে, সেটিই শক্তিশালী হয় এবং ফল উৎপন্ন করে। একইভাবে, আমাদের সঙ্গে যীশুর সম্পর্ক হলো লতা ও শাখার সম্পর্কের মতো।

যীশু বলেছেন: "আমি লতা, তোমরা শাখা। যদি তোমরা আমার মধ্যে থাকো এবং আমি তোমাদের মধ্যে থাকি, তবে তোমরা অনেক ফল ধরবে।" (যোহন ১৫:৫)

শুধুমাত্র সেই শাখাই ফল ধরতে পারে যা লতার সঙ্গে যুক্ত থাকে। যদি তা বিচ্ছিন্ন হয়, তবে তা শুকিয়ে যায়। একইভাবে, শুধুমাত্র যখন তোমরা

যীশুর সঙ্গে যুক্ত থাকো, তখনই তোমরা ফলবান জীবন যাপন করতে পারো।

যখন আমরা খ্রিস্টে থাকি, তাঁর চরিত্র—ভালোবাসা, বিনয়, পবিত্রতা, ধৈর্য এবং ধার্মিকতা—আমাদের মধ্যে দৃশ্যমান হয়। অন্যথায়, শরীরের কাজগুলো স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায়।

ফল ধরতে সময় লাগে

"যেমন একটি শাখা নিজে থেকে ফল ধরতে পারে না যদি তা লতার সঙ্গে যুক্ত না থাকে, তেমনি তোমরা আমার মধ্যে না থাকলে ফল ধরতে পারবে না।" (যোহন ১৫:৪)

একটি বীজ রোপণের পরই ফল দেয় না। এটি বৃষ্টি, তাপ, বাতাস এবং সময়ের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। একইভাবে, ফলবান হতে হলে আমাদের আনন্দের ঋতু, দুঃখের ঋতু, পরীক্ষার ঋতু এবং অপেক্ষার ঋতুর মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

যোসেফ – যিনি সর্বত্র ফলবান ছিলেন

"যোসেফ একটি ফলবান লতা, একটি ফলবান লতা ঝরনার পাশে।" (উৎপত্তি ৪৯:২২)

যোসেফের জীবন ছিল বিরোধিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কষ্ট, মিথ্যা অভিযোগ এবং এমনকি কারাবাসে পূর্ণ। তবুও তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানেই ফলবান ছিলেন।

আপনি জানেন কেন?

- তিনি নিজেকে পবিত্র রেখেছিলেন।
- তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে দূষণ থেকে রক্ষা করেছিলেন।
- পাপপূর্ণ পরিবেশেও তিনি পাপ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।
- কারাগারেও তিনি ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হননি।
- তিনি অভিযোগ করার কোনো সুযোগ দেননি।

এই কারণে, কারাগারেও ঈশ্বর তাঁকে ফলবান করেছিলেন।

একটি পবিত্র জীবন ফল আনে

এটি পবিত্রতার জীবন যা আমাদের ঈশ্বরের জন্য ফলবান করে তোলে। যে ব্যক্তি সর্বদা প্রভুকে সামনে রাখে এবং তাঁর জীবনকে পবিত্রতায় রক্ষা করে, সে ফল ধরবে।

প্রিয় তরুণরা, আপনাদেরও করতে হবে:

- পাপপূর্ণ পরিবেশ থেকে দূরে হাঁটতে হবে
- আপনার হৃদয়কে রক্ষা করতে হবে

- কখনও যীশুর কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন না
- তাঁর মধ্যে থাকুন

তাহলে, যোসেফের মতো আপনিও ফলবান জীবন যাপন করবেন।

ছাঁটাই আরও বেশি ফল আনে

"আমার মধ্যে যে শাখা ফল ধরে না, তিনি তা তুলে ফেলেন; আর যে শাখা ফল ধরে, তিনি তা ছাঁটাই করেন যাতে তা আরও বেশি ফল ধরে।" (যোহন ১৫:২)

যোসেফ যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা তাঁকে ধ্বংস করার জন্য ছিল না, বরং তাঁকে আরও ফলবান করার জন্য ছিল। সেই পরীক্ষাগুলো তাঁকে ভাঙেনি—তাঁকে গড়ে তুলেছিল। একইভাবে, আপনার জীবনের কিছু কঠিন পরিস্থিতি শাস্তি নয়। এগুলো হলো ছাঁটাইয়ের ঋতু, যা ঈশ্বর অনুমতি দেন যাতে আপনি আরও বেশি ফল ধরতে পারেন।

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, আপনার পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, যদি আপনি প্রভুর সঙ্গে থাকেন, তিনি আপনার সঙ্গে থাকবেন। তিনি কখনও আপনাকে ছেড়ে যাবেন না। আপনি পৃথিবীর যেখানেই যান না কেন, যোসেফের মতো আপনি একটি ফলবান জীবন যাপন করতে পারবেন—অন্যদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ এবং ঈশ্বরের কাজে উপযোগী!

সেবার শিখর

মিশনারি মার্ক ড্যানিয়েল বান্টেইন

মার্ক ড্যানিয়েল বান্টেইন ১৯২৩ সালের ২১ জানুয়ারি কানাডার উইনিপেগ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ম্যানিটোবার একটি পেন্টেকোস্টাল চার্চে সেবা করা এক পাস্টরের পুত্র ছিলেন এবং শৈশব থেকেই গভীরভাবে আধ্যাত্মিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন।

মিশনারিদের অনুপ্রেরণামূলক গল্পগুলো তাঁর তরুণ হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, এবং ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে একটি শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়—নিজেই একজন মিশনারি হওয়ার। প্রথমদিকে তিনি একজন রেডিও সম্প্রচারক হিসেবে কাজ করতেন। তবে সেই পেশায় কাজ করার সময়ই তিনি প্রভুর কাছ থেকে স্পষ্ট ও শক্তিশালী আহ্বান অনুভব করেছিলেন—নিজের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে মন্ত্রণালয়ের জন্য উৎসর্গ করার।

একদিন, ১৯৪২ সালে, রেডিও স্টেশনের কাজ শেষ করে তিনি ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই শান্ত মুহূর্তে তিনি স্পষ্টভাবে অনুভব করলেন যে ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। সেই গভীর অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের দিক পরিবর্তন করেছিল। বিনা দ্বিধায় তিনি তাঁর জাগতিক পেশা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

পরে তিনি হুলদাহ মুনরোকে বিয়ে করেন। বিবাহের পর তিনি চাকরি থেকে পদত্যাগ করে কানাডার সাসকাচুয়ানে একটি চার্চে পাস্টর হিসেবে সেবা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি তাইওয়ান, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, হংকং এবং জাপানসহ বিভিন্ন দেশে মিশনারি ইভানজেলিস্ট হিসেবে সেবা করেন।

ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মার্ক এবং হুলদাহ বান্টেইন তাঁদের এক বছরের কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৫৪ সালে ভারতের কলকাতায় পৌঁছান। তখন তাঁদের হাতে খুব সামান্য সম্পদ ছিল। একটি খালি জায়গায় তাঁরা একটি সাধারণ তাঁবু খাটিয়ে মানুষের কাছে যীশু খ্রিস্টের প্রেম প্রচার শুরু করেন।

একদিন, মার্ক যখন তাঁবুতে প্রচার করছিলেন, তখন এক দরিদ্র মানুষ ভিতরে এসে বললেন: “পাস্টর, আগে আমাদের পেটের জন্য খাবার দিন, তারপর আমাদের স্বর্গের ঈশ্বর সম্পর্কে বলুন।”

এই কথাগুলো মার্কের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তিনি উপলব্ধি করলেন যে সুসমাচার প্রচারের পাশাপাশি বাস্তব সামাজিক সেবাও সমানভাবে জরুরি।

ফলস্বরূপ, ১৯৬৪ সালে তিনি “কলকাতা মার্সি মিশন” নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

মিশনের লক্ষ্য ছিল তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য:

- দরিদ্রদের খাদ্য প্রদান
- শিক্ষা প্রদান
- Giving medical assistance

১৯৬৫ সালে তিনি ছাত্রদের জন্য একটি বিনামূল্যের খাবার কর্মসূচি শুরু করেছিলেন, যা ২০,০০০-এরও বেশি শিশুকে উপকৃত করেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবে তিনি অ্যাসেম্বলিজ অফ গড চার্চ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা বহু সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রের জীবন পরিবর্তন করেছিল।

এছাড়াও তিনি অসুস্থ ও আহতদের চিকিৎসার জন্য একটি ছোট হাসপাতাল শুরু করেছিলেন। সময়ের সাথে সাথে এটি একটি বড় বহুমুখী হাসপাতাল হিসেবে গড়ে ওঠে, যেখানে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

বহু বছর ধরে মার্ক বান্টেইন কলকাতার অ্যাসেম্বলিজ অফ গড চার্চ-এর পাস্টর হিসেবে সেবা করেছিলেন। এই চার্চ একটি আত্মিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, যা পরবর্তীতে উত্তর ভারতে ৯০০-রও বেশি চার্চ প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছিল। তিনি হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় রেডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে সুসমাচারের বার্তা প্রচার করেছিলেন, যার মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ যীশু খ্রিস্টকে চিনতে পেরেছিলেন।

যদিও মার্ক বান্টেইন অসুস্থতার কারণে ১৯৮৯ সালে পরলোকগমন করেন, তাঁর স্ত্রী হুলদাহ বান্টেইন ভারতে থেকে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা যে মন্ত্রণালয় শুরু করেছিলেন তা বিশ্বস্তভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন। আজও তাঁদের সেবার প্রভাব বহু জীবনে স্পর্শ রেখে চলেছে।

তাঁরা প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মার্সি মিশন বর্তমানে বিশ্বের ২১টি দেশে দরিদ্রদের সেবা করছে। তাঁর অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ, মার্ক বান্টেইনকে ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বেথানি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছিল।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, মার্ক বান্টেইন একটি মহাদেশে ছড়ে অন্য মহাদেশে এসেছিলেন মানবতার সেবা করার জন্য—সহানুভূতি ও নিবেদন নিয়ে। একই আত্মায়, আমরা কি আমাদের চারপাশে ছোট ছোট দয়ার কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরকে সেবা করতে পারি না?

অতএব,

- আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানকে চিনুন
- সেবা করতে ইচ্ছুক হোন
- কাজের মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করুন

তাহলে আপনার জীবনও ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অর্থবহ ও ফলবান জীবন হয়ে উঠবে।

ফলবাহীরা...

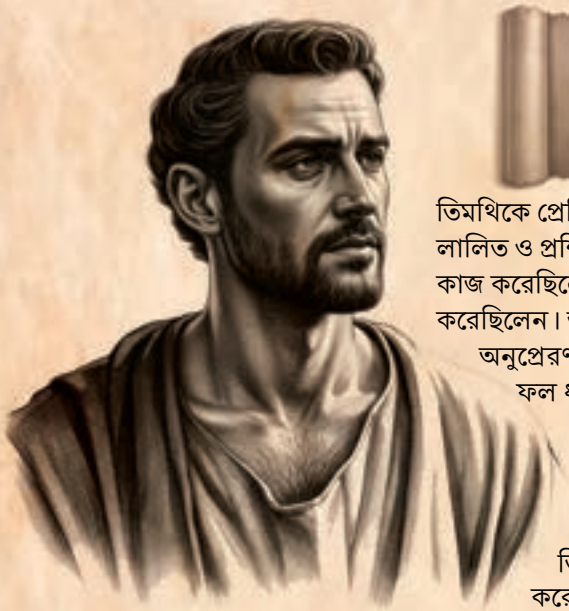

তিমথি

তিমথিকে প্রেরিত পৌল তাঁর "প্রিয় পুত্র" বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাসে লালিত ও প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। গভীর প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি পৌলের সঙ্গে কাজ করেছিলেন—সুসমাচার প্রচার করেছিলেন এবং চার্চগুলোকে শক্তিশালী করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ও আত্মত্যাগী মনোভাব অন্য বিশ্বাসীদের জন্য অনুপ্রেরণার উদাহরণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তিনি প্রচুর ফল ধরেছিলেন, খ্রিস্টের জন্য আত্মা জয় করেছিলেন (১ তিমথি ১:২)।

তাঁর মা – ইউনিসের ভূমিকা

তিমথি শৈশব থেকেই তাঁর মা ইউনিসের মাধ্যমে শাস্ত্রে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ইউনিস ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ইহুদি নারী, যিনি যীশু খ্রিস্টকে তাঁর ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস—যা তাঁর দাদী লোইসের মধ্যেও ছিল—তিমথির জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই শক্তিশালী আত্মিক ভিত্তি তাঁকে একটি ফলবান দাসে রূপান্তরিত করেছিল, যিনি পৌলের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে অংশীদার হয়েছিলেন (২ তিমথি ১:১-৫)।

শমূয়েল

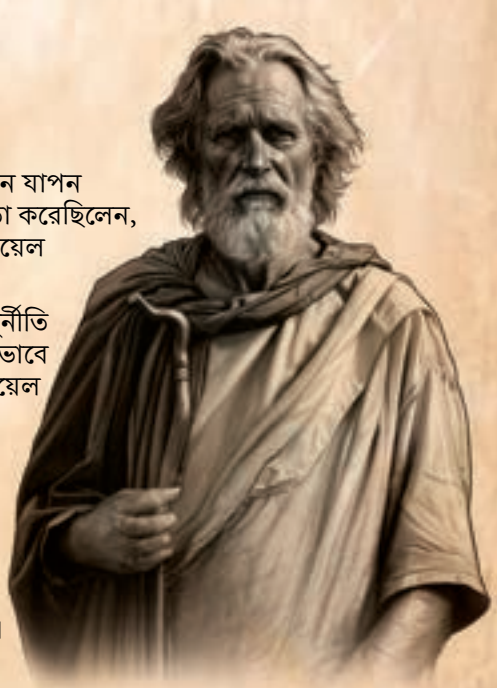

শৌলের মতো নয়, শমূয়েল ঈশ্বরের আদেশের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যে জীবন যাপন করেছিলেন (১ শমূয়েল ১৫:২২)। তিনি ইস্রায়েলের জন্য ক্রমাগত মধ্যস্থতা করেছিলেন, প্রার্থনা করেছিলেন যাতে তারা পাপে না পড়ে। তাঁর প্রার্থনার মাধ্যমে ইস্রায়েল ফিলিস্তিনীদের উপর বিজয় লাভ করেছিল।

তাঁর জীবনের পুরো সময় তিনি ন্যায়বিচার বজায় রেখেছিলেন—কোনো দুর্নীতি বা ঘুষ ছাড়াই, তাঁর হাত পরিষ্কার রেখেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বস্তভাবে প্রচার করেছিলেন, কোনো আপস ছাড়াই। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত শমূয়েল সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত ছিলেন এবং সততার সঙ্গে ইস্রায়েলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

তাঁর মা – হান্নার ভূমিকা

যখন সবাই নিজেদের চোখে যা সঠিক মনে করত তাই করত—এমনকি পুরোহিতরাও দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল—তখন হান্না গভীরভাবে শোকাহত ছিলেন। তিনি বন্ধ্যা ছিলেন, তবুও অবিচল বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের কাছে একটি পুত্র চেয়েছিলেন, যিনি তাঁর সেবার জন্য নিবেদিত থাকবে।

তিনি তাঁর মানত পূর্ণ করেছিলেন, শমূয়েলকে অল্প বয়সেই প্রভুর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁকে এমন পরিবেশে স্থাপন করেছিলেন যেখানে তিনি ঈশ্বর ও মানুষের কাছে অনুগ্রহে বেড়ে উঠবেন। তাঁর আত্মত্যাগী হৃদয় শমূয়েলের আত্মিক বৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করেছিল (১ শমূয়েল ১ ও ২)।

যারা তাঁদের ফল হারিয়েছিল...

শিমশোন

যদিও শিমশোনকে ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে ইস্রায়েলকে মুক্ত করার মহান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার জন্য তাঁর আহ্বান নষ্ট করেছিলেন। এর ফলে তিনি ঈশ্বরের জন্য পৃথক করা নাজিরীয় জীবনকে কলুষিত করেছিলেন। তিম্নাহর নারীর প্রতি আকর্ষণ থেকে শুরু করে দেলিলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া পর্যন্ত, তিনি তাঁর আবেগের দাসে পরিণত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়েছিলেন।

তিনি মিথ্যা বিশ্বাসে প্রতারিত হয়েছিলেন: "আমি যা-ই করি না কেন, প্রভু আমাকে ছেড়ে যাবেন না।" কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে তিনি প্রভুর আত্মা হারিয়েছেন—যতক্ষণ না তিনি শত্রুদের সামনে অসহায় দাঁড়িয়েছিলেন (বিচারক ১৪ ও ১৫)।

শিমশনের মা-এর ভূমিকা

শিমশনের মা তাঁর জন্ম সম্পর্কে এক দেবদূতের মাধ্যমে ঈশ্বরীয় প্রকাশ পেয়েছিলেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল গর্ভাবস্থাতেও একটি উৎসর্গীকৃত জীবন যাপন করতে, এবং তিনি সেই অনুযায়ী শিমশনকে নাজিরীয় হিসেবে লালন করেছিলেন।

তাঁর স্বামী মনোহর থেকে অধিক আত্মিক বিচক্ষণতা নিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যিনি তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি সাধারণ মানুষ নন, বরং প্রভুর একজন দেবদূত। নিজের আহ্বানকে উপলব্ধি করে তিনি শিমশনকে ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের মুক্তিদাতা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন (বিচারক ১৩)।

মীখা

মীখা সতর্ক করেছিলেন যে ইস্রায়েল ও যিহূদায় অন্যায়, মূর্তিপূজা এবং দরিদ্রদের উপর নিপীড়নের কারণে ঈশ্বর আসিরীয় ও বাবিলীয়দের মাধ্যমে বিচার আনবেন।

তিনি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যীশু বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করবেন এবং ঈশ্বরের ছড়িয়ে থাকা মানুষদের একত্র করবেন (মীখা ৫:২)। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন: "ন্যায়ভাবে কাজ করো, দয়া ভালোবাসো, এবং তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে বিনয়ে চল।" (মীখা ৬:৮)

তিনি সাহসের সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের, মিথ্যা নবীদের এবং মূর্তিপূজারীদের কঠোর সতর্কবার্তা দিয়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন।

মীখার মা-এর ভূমিকা

একবার মীখা তাঁর মায়ের কাছ থেকে ১,১০০ রূপার মুদ্রা চুরি করেছিল, কিন্তু পরে ভয়ে তা ফেরত দিয়েছিল। তাঁকে সংশোধন করার পরিবর্তে তাঁর মা সেই রূপা ব্যবহার করে খোদাই করা ও ঢালাই করা মূর্তি তৈরি করেছিলেন এবং সেগুলো তাঁর বাড়িতে স্থাপন করেছিলেন।

পরবর্তীতে মীখা নিজের বাড়িতে একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন এবং মূর্তিপূজা করেছিলেন। তাঁর মা তাঁর ভুলকে তিরস্কার না করে তাঁদের কাজকে "প্রভুর জন্য" করা হয়েছে বলে যুক্তি দিয়েছিলেন—যদিও এটি সরাসরি ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে ছিল।

এটি প্রকাশ করে মানুষ কত দূরে ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল (বিচারক ১৭)।

নেতিবাচক আত্মকথন থেকে মুক্তি

Hello friends! We're so glad to meet you again through our Soul Detox series. We hope many of you tried the Social Media Detox and experienced its benefits.

One of the biggest battles young people are facing in these last days is negative self-talk. This month, let's talk about how it slowly poisons our soul and how we can overcome it.

প্রভাব

যদি আমরা বারবার নিজেদের বলি,

- "আমি এটা করতে পারব না,"
- "আমি এর জন্য যোগ্য নই,"
- "আমার স্বপ্ন বা ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হবে না,"

এবং যদি আমরা এটি ২০ বার নিজেদের বলি বা অন্যদের কাছ থেকে বারবার শুনি, আমাদের মস্তিষ্ক শেষ পর্যন্ত এটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে।

এর ফলে ঘটে:

1. চাপ ও উদ্বেগ বৃদ্ধি।
2. জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলা।
3. পড়াশোনা, কাজ এবং এমনকি পারিবারিক সম্পর্কেও অংশগ্রহণ কমে যাওয়া।
4. পরিস্থিতির ইতিবাচক দিকগুলো উপেক্ষা করে শুধু নেতিবাচক দিকগুলোর উপর মনোযোগ দেওয়া। মনোবিজ্ঞানীরা এটিকে মেন্টাল ফিল্টারিং বলেন।

অতিক্রম করার উপায়

যখন দাউদকে আমালেকীয়রা লুট করেছিল, তাঁর নিজের লোকেরা তাঁকে ত্যাগ করেছিল, এমনকি তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারার হুমকিও দিয়েছিল, তখন বাইবেল বলে:

"কিন্তু দাউদ তাঁর ঈশ্বর প্রভুতে নিজেকে শক্তিশালী করলেন।" (১ শমূয়েল ৩০:৬)

কারণ তিনি পরিস্থিতির উপর নির্ভর না করে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেছিলেন, প্রভু তাঁকে কৌশল, প্রতিশ্রুতি এবং বিজয় দিয়েছিলেন। এজন্যই ঈশ্বর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে দাউদ তাঁর নিজের হৃদয়ের মতো একজন মানুষ ছিলেন।

১. নেতিবাচক চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করতে শিখুন।

যখনই নেতিবাচক চিন্তা আসে, থামুন, নিজেকে শান্ত করুন এবং সচেতনভাবে সেই মিথ্যাগুলোকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করুন। সেগুলোকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করুন।

হ্যাঁ, আমরা কখনও কখনও দুর্বল, অজ্ঞ বা অযোগ্য মনে করতে পারি। কিন্তু আমাদের মধ্যে যিনি বাস করেন সেই ঈশ্বর মহান। তাঁর জন্য কিছুই অসম্ভব নয়।

যখন তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন, আমরা যেকোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারি এবং যা অসম্ভব মনে হয় তা সম্পন্ন করতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি আত্মবিশ্বাসই মূল চাবিকাঠি!

২. মিথ্যাকে সত্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন

কখনও কখনও শত্রু আমাদের অতীতের পাপের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং ফিসফিস করে বলে:

- "তুমি সেই পাপ করেছ। তুমি প্রার্থনা করলে ঈশ্বর শুনবেন না।"
- "তুমি কখনও এটি অতিক্রম করতে পারবে না। তুমি শুধু একজন পাপী।"

এমন চিন্তা কি আপনার মনে আসে?

ফিলিপীয় ৪:৮ আমাদের শেখায় যে আমরা চিন্তা করব যা সত্য, মহৎ, সঠিক, পবিত্র, সুন্দর, প্রশংসনীয়, উৎকৃষ্ট এবং প্রশংসার যোগ্য। শত্রুর মিথ্যার উপর ধ্যান করার পরিবর্তে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি ও সত্য বলেছেন তার উপর।

ঈশ্বর এমন কেউ নন যিনি আমাদের ক্রমাগত দোষারোপ করেন—তিনি সেইজন যিনি ভালোবাসার সঙ্গে আমাদের সংশোধন করেন। যখনই নেতিবাচক চিন্তা আপনার মনে আক্রমণ করে, ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে তাদের পাল্টা আক্রমণ করুন!

উদাহরণস্বরূপ:

যখন চিন্তা বলে: "আমি এটা করতে পারি না," তখন উত্তর দিন: "যিনি আমাকে শক্তি দেন সেই খ্রিস্টের মাধ্যমে আমি সবকিছু করতে পারি।" (ফিলিপীয় ৪:১৩)

একটি ব্যবহারিক অনুশীলন

স্টিকি নোট নিন এবং আপনার মনে বারবার আসা নেতিবাচক চিন্তাগুলো লিখে ফেলুন—যেগুলো আপনার অগ্রগতিকে থামিয়ে দেয়।

তারপর সেগুলো কেটে দিন এবং তার উপরে লিখুন ঈশ্বরের বাক্য আপনার সম্পর্কে কী বলে। এই নোটগুলো এমন জায়গায় রাখুন যেখানে আপনি প্রায়ই দেখতে পাবেন।

প্রতিবার যখন আপনি সেগুলো দেখবেন, সাহস এবং স্পষ্টতা আপনার মধ্যে জাগতে শুরু করবে।

এটি চেষ্টা করুন এবং আপনার অভিজ্ঞ পরিবর্তন আমাদের জানান!

How are you all doing? I'm really happy to connect with you again through this series called Under Pressure! Last month, we talked about the structure of a wheat grain while it's still under pressure. This time, let's look at what happens after the grain is separated.

আপনারা সবাই কেমন আছেন? আন্ডার প্রেসার সিরিজের মাধ্যমে আবার আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত! গত মাসে আমরা গমের দানার গঠন নিয়ে কথা বলেছিলাম যখন সেটি এখনও চাপের মধ্যে থাকে। এবার আসুন দেখি দানা আলাদা হওয়ার পর কী ঘটে।

যখন একটি গমের দানা গাছ থেকে আলাদা করা হয়, তখন সেটিকে প্রায় ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। পানির চাপের কারণে সেটি অঙ্কুরোদগম শুরু করে। তারপর সেটিকে বের করে মাটিতে রোপণ করা হয়। ঠিক যখন দানাটি মনে করে, "অবশেষে আমি মুক্তভাবে শ্বাস নিতে পারি," তখন সেটি মাটির নিচে ঢেকে যায়।

এখন সেটি সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকে। কোনো স্পষ্ট পথ নেই, কারও উপর নির্ভর করার সুযোগ নেই। এই অবস্থায় দানার সামনে দুটি বিকল্প থাকে: হয় মাটির সঙ্গে লড়াই করে জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে আসা, অথবা সেখানেই চাপা পড়ে থাকা।

বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দানা প্রথমে উপরের মাটি থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে, তার নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে ভেঙে দেয়। পানি শোষণ করতে করতে বীজ ফুলতে

শুরু করে এবং বেড়ে ওঠে। এটি তার পুরনো স্বভাব, পুরনো রূপ এবং নিষ্ক্রিয়তা হারিয়ে নতুন জীবনের জন্য নিজেকে সমর্পণ করে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে বীজের খোসা একসময় তাকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রক্ষা করেছিল, এখন সেটিই ভেঙে যায়। ভেতর থেকে মূল শিকড় এবং একটি কোমল অঙ্কুর বের হতে শুরু করে। অঙ্কুরটি মাটি ভেদ করে উপরে ওঠে, আর শিকড়টি গাছকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে।

যা একসময় একটি ক্ষুদ্র বীজ ছিল, এখন তা বিশাল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গমগাছ হয়ে ওঠে। আর এখানেই বিস্ময়কর অংশ—একটি মাত্র গমের বীজ থেকে একটি গাছ জন্মায়, যা তিন বা তার বেশি কান্ড উৎপন্ন করতে পারে এবং ৩০ থেকে ১২০-এরও বেশি নতুন দানা দিতে পারে। এভাবে প্রতিটি গমের বীজ "মরে" একটি মহান ফসল উৎপন্ন করে।

এখানে "মরা" বলতে বোঝায় পুরনোকে ছেড়ে দিয়ে নতুনের দিকে এগিয়ে যাওয়া—এতটাই সহজ।

একইভাবে, ঈশ্বর কখনও কখনও আমাদের আলাদা করেন—শুধু আমাদের পরিবর্তন করার জন্য নয়, বরং কারণ সামনে একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্য এবং আরও বড় ফসল অপেক্ষা করছে। যেমন বীজের নিষ্ক্রিয়তা পানি ও মাটির চাপের মধ্যে ভেঙে যায়, তেমনি আমরা চাপের মধ্য দিয়ে নিজেদের আবিষ্কার করি, আমাদের শক্তি ও দুর্বলতা বুঝি এবং ঈশ্বরকে আরও গভীরভাবে জানি।

যখন আমরা চাপের মুখোমুখি হই, তখন যেসব জিনিসের উপর আমরা নিরাপত্তার জন্য নির্ভর করতাম সেগুলো ভেঙে যেতে শুরু করে, আর তখনই প্রকৃত রূপান্তর শুরু হয়। যেমন শিকড় গাছকে দৃঢ় রাখে, তেমনি কঠিন সময়ে পবিত্র আত্মা আমাদের স্থির রাখেন। যেমন অঙ্কুর মাটি ভেদ করে উপরে ওঠে, তেমনি তাঁর কাজের মাধ্যমে আমরাও আমাদের পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হই।

আমরা শুধু বেরিয়ে আসি না—আমরা বেড়ে উঠি এবং একটি ফসলের মতো বহুগুণে বৃদ্ধি পাই।

তদুপরি, যীশু খ্রিস্ট তাঁর জীবনকে গমের দানার মতো উৎসর্গ করেছিলেন। এর মাধ্যমে আজ আমরা একটি মহান ফসলের সাক্ষী হই এবং ইস্টার উদযাপন করি। তিনি মারা গিয়েছিলেন, তবুও তিনি আবার উঠেছিলেন—ঠিক গমের দানার যাত্রার মতো।

চাপ আপনাকে ভাঙার জন্য নয়, বরং আপনাকে রূপান্তরিত করার জন্য..!

(চলবে)

প্রার্থনা নির্দেশিকা - মে ২০২৬

আসুন আমরা প্রার্থনা করি

গত দশকে তামিলনাড়ুতে অসংখ্য পরিবার মদ্যপানের ভয়াবহ গ্রাসে ভেঙে পড়েছে। বিধবার সংখ্যা বেড়েছে, এবং অনেক শিশু বাবার উপস্থিতি ও পথনির্দেশনা ছাড়াই বড় হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ আরও গভীরভাবে মদ্যপানের আসক্তিতে নিমজ্জিত হচ্ছে। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন এই মানুষরা এই বন্ধন থেকে মুক্তি পায় এবং এই আসক্তির পিছনে কাজ করা ধ্বংসাত্মক আত্মা ভেঙে যায়।

আসুন আমরা ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার অবসান এবং রাশিয়ার ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য প্রার্থনা করি। নিরপরাধ প্রাণহানি যেন রোধ হয় এবং ঈশ্বরের ঐশ্বরিক সুরক্ষা এই সংঘাতে আটকে পড়া মানুষদের ঘিরে রাখুক ও রক্ষা করুক।

গুজরাট রাজ্যে প্রায় ২০টি জেলায় ২,০৫,০০০ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন এই পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয় এবং সরকার কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণ করে এই শিশুদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ উন্নত করে।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম, ওষুধ এবং চিকিৎসা সুবিধা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে সজ্জিত হয়, যাতে রোগীরা বিলম্ব বা বাধা ছাড়াই যথাযথ সেবা পেতে পারে।

কারণ ঘাটতির কারণে অনেক রোগীকে সরকারি হাসপাতালেও নিজেদের অর্থ দিয়ে ওষুধ কিনতে বাধ্য হতে হয়। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন এই পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সর্বদা সহজলভ্য থাকে, কোনো অভাব ছাড়াই।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন ভারতের ৬৫০ মিলিয়ন নারী মর্যাদার সঙ্গে আচরণ পান এবং তাঁদের অধিকার সুরক্ষিত হয়। ৩.৭ মিলিয়ন মেয়ে যারা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেনি, তারা যেন আবার শিক্ষায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং সামাজিক সংগঠনগুলো যেন তাঁদের সমর্থনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন মানুষ ক্রমবর্ধমান তাপ ও খরার প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকে। খাদ্য সংকট দূর হোক, অপুষ্টি নির্মূল হোক, এবং রোগ যেন দূরে থাকে—যাতে ঈশ্বর জাতিকে রক্ষা ও স্থায়িত্ব প্রদান করেন।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন শিশুদের অপহরণ ও হত্যার মতো নিষ্ঠুর ঘটনাগুলো শেষ হয়। যারা শিশুদের মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তারা যেন অনুতপ্ত হয়, অপহৃত শিশুরা যেন নিরাপদে উদ্ধার হয়, এবং তরুণদের জীবন ধ্বংস করতে চায় এমন প্রতিটি দুষ্ট শক্তি যেন বাধাগ্রস্ত হয়।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য যারা ১০ম ও ১২শ শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা লিখেছে—যেন তারা ভালো ফলাফল অর্জন করে জীবনে এগিয়ে যেতে পারে। কেউ যেন ব্যর্থতার ভয়ে ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত না নেয়, এবং ঈশ্বর যেন প্রতিটি ছাত্রকে তাদের পছন্দের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিচালিত করেন।

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মিশনারি এমন অপরাধের জন্য নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছেন যা তারা করেননি। আসুন আমরা তাঁদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করি, এবং তাঁদের বিশ্বস্ত সেবার মাধ্যমে আরও অনেক মানুষ যেন খ্রিস্টকে জানতে পারে।

Celebration Prayer

Hello dear friends..!! Let's hear from Dr. Krithika, who will share how the Lord took her from failing with just 98 out of 500 marks to earning a Ph.D.—and fulfilling the dream she once held in her heart: to sign in green ink.

আপনার পরিবারিক পটভূমি ও শৈশব সম্পর্কে আমাদের বলুন?

আমি ত্রিচিতে একটি অখ্রিস্টান পরিবারে জন্মেছি ও বেড়ে উঠেছি। আমার একজন বড় ভাই এবং একজন ছোট ভাই আছে। শৈশবে, কাছাকাছি বসবাসকারী একটি খ্রিস্টান পরিবার রবিবারের ক্লাস পরিচালনা করত। আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে থাকাকালীন সেই ক্লাসে যোগ দিতে শুরু করি এবং যিশুকে জানতে পারি। একটি বাক্য আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল: "যিশু যা কিছু আমরা চাই, তা দেন।" সেই সত্যটি আমার হৃদয়ে স্থির হয়ে যায়, এবং আমি তাঁর প্রতি গভীর অনুরাগ গড়ে তুলি।

প্রায় একই সময়ে, আমার মা-ও কিছু পরিচিতজনের মাধ্যমে যিশু সম্পর্কে জানতে পারেন। আমরা বাবার অজান্তে বাড়িতে গোপনে বাইবেল পড়তে শুরু করি। এর ফলে পরিবারে গুরুতর দ্বন্দ্ব দেখা দেয়—এতটাই তীব্র যে আমার বাবা-মা প্রায় আলাদা হয়ে যাচ্ছিলেন। অল্প বয়সেই আমি অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছি।

আপনি অল্প বয়সেই যিশুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন—এরপর আপনার পড়াশোনা কীভাবে এগিয়েছিল?

৮ম শ্রেণি পর্যন্ত আমি গড়পড়তা ছাত্র ছিলাম এবং কখনও ফেল করিনি। তবে ৯ম শ্রেণিতে অন্য একটি স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর আমার জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে বদলে যায়। সেই সময়ে আমি যিশুকে আমার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি এবং গোপনে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, যা আমার বাবা-মা জানতেন না।

আমি এই প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলাম: "দুঃসময়ে আমাকে ডাকো; আমি তোমাকে উদ্ধার করব, আর তুমি আমাকে মহিমা দেবে।" ভেবেছিলাম সহজেই পাশ করে ১০ম শ্রেণিতে উঠব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আমি চূড়ান্ত

পরীক্ষায় ৫০০ নম্বরের মধ্যে মাত্র ৯৮ পাই এবং সব বিষয়েই ফেল করি।

এই ব্যর্থতা ছিল ভয়াবহ। আমি তা মেনে নিতে পারিনি। পাঁচটি বিষয়েই ফেল করায় কোনো স্কুল আমাকে ভর্তি করতে রাজি হয়নি। কেউ সাহায্যের হাত বাড়ায়নি, এমনকি আমার সহপাঠীরাও আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছিল। দুঃখে আমি কেঁদে বলেছিলাম, "প্রভু, আমি আগে প্রায় ৩০০ নম্বর পেতাম। এখন আমি আপনার সন্তান হয়েছি এবং বাপ্তিস্ম নিয়েছি, তবুও আমার অবস্থা এমন কেন?" কিন্তু কোনো তাৎক্ষণিক পরিবর্তন ঘটেনি।

আমি একই স্কুলে আবার ৯ম শ্রেণি পড়ি। সেই সময়ে আমি দৃঢ় ঘোষণা করেছিলাম: "আজ আমি অন্যদের সামনে অপমানিত। কিন্তু আমি চাই যারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের সামনে আমার মাথা উঁচু হোক। আমি চাই বিশ্বের সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষা অর্জন করতে, এবং যখন তা অর্জন করব, তখন সাক্ষ্য দেব যে এটি আপনিই সম্ভব করেছেন।"

এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমি পড়াশোনা চালিয়ে যাই। আমি ১০ম শ্রেণি সামান্য নম্বর নিয়ে পাশ করি। ১১শ শ্রেণিতে কোন গ্রুপ নেব তা নিয়ে শিক্ষকদের পরামর্শ নিই এবং ১১ ও ১২ শ্রেণি গড়পড়তা নম্বর নিয়ে সম্পন্ন করি।

শুনে মনে হচ্ছে স্কুলজীবন ছিল কঠিন। কলেজ কি আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল?

হ্যাঁ, তাই ছিল! কলেজের পড়াশোনা ইংরেজিতে ছিল, আর আমি ইতিমধ্যেই তামিল মাধ্যমে পড়াশোনা করতে গিয়ে সংগ্রাম করেছিলাম। তবুও আমি অন্তত একটি ডিগ্রি অর্জন করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম।

আমার প্রথম সেমিস্টারেই ব্যাকলগ হয়েছিল। তবে হাল ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে, আমি পরবর্তী সেমিস্টারে সেগুলো ক্লিয়ার করেছিলাম। এরপর আর কখনও ব্যর্থতার মুখোমুখি হইনি। একের পর এক, ঈশ্বর আমার জন্য আরও ডিগ্রি অর্জনের দরজা খুলে দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিবার আমি নতুন কোর্সে ভর্তি হলে মনে করতাম এটাই আমার শেষ হবে। অথচ আজ আমি আটটি ডিগ্রি সম্পন্ন করেছি—আমার বন্ধুদের সহায়তায় আমি একাধিক একাডেমিক প্রোগ্রামে আবেদন করতে পেরেছি, আর আমি এটিকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলে মনে করি।

আমার স্নাতকোত্তর পড়াশোনার সময়, গভর্নরের কাছ থেকে আমি একটি স্বর্ণপদক পেয়েছিলাম—যা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। পিএইচডি সম্পন্ন করার পর আবারও গভর্নরের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছিলাম। যা একবারের বেশি আশা করিনি, ঈশ্বর সেটি দু'বার ঘটিয়েছেন।

অসাধারণ! আপনাকে বিশেষভাবে পিএইচডি করতে কী অনুপ্রাণিত করেছিল?

দশম শ্রেণি শেষ করার পর আমি টাইপিং কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম। সরকারি পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে একজন সরকারি কর্মকর্তার সবুজ কালি দিয়ে স্বাক্ষর দরকার ছিল। আমি পরিচিত একজনের কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমার আসল সনদপত্র যাচাই না করে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিলেন—যদিও তিনি আমাকে ভালোভাবেই চিনতেন।

সেই মুহূর্ত আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমি ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এসে প্রার্থনা করেছিলাম, "প্রভু, আমি চাই আমার মাথা সবার সামনে উঁচু হোক।" এরপর আমি খোঁজ নিয়েছিলাম, সবুজ কালি দিয়ে স্বাক্ষর করার মতো কর্তৃত্বপূর্ণ পদে থাকতে হলে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার। আমাকে বলা হয়েছিল, এরকম পদে থাকতে হলে উচ্চতর যোগ্যতা এবং সম্মানজনক সরকারি পদ প্রয়োজন। সেই আকাঙ্ক্ষাই আমার পিএইচডি করার ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে ঈশ্বর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিলেন।

এখন ঈশ্বর আপনার জীবনে যা করেছেন তার প্রতিদানে আপনি কী করছেন?

আমি রবিবারের ক্লাসের মাধ্যমে যীশুকে চিনেছিলাম, আর আজ আমি প্রতি সপ্তাহে অনেক শিশুদের রবিবার স্কুলে পড়াই। আমার সাক্ষ্যের মাধ্যমে আরও অনেকেই তাঁকে চিনেছে। এছাড়াও আমি গ্রামে গিয়ে যীশুর বার্তা প্রচার করি। যদিও আমি কখনও উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করিনি, ঈশ্বর আমাকে আমার কল্পনার চেয়েও বেশি দিয়েছেন। তাই আমি গভীরভাবে অনুভব করি যে অন্যদের কাছে পৌঁছে তাঁকে সেবা করা আমার দায়িত্ব। আমি হাসপাতালেও সেবা করি এবং বর্তমানে একটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছি। কলেজের সময় শেষ হলে আমি নিয়মিত কোনো গ্রাম বা জনসমাগমস্থলে যাই, সুসমাচার প্রচার করি এবং প্রয়োজনীয়দের সাহায্য করি, তারপর বাড়ি ফিরি। আমি একটি দলের অংশ হিসেবেও মন্ত্রণালয়ের কাজে যুক্ত আছি। যিনি আমাকে শূন্য থেকে তুলে ধরেছেন, সেই ঈশ্বরই মহিমার যোগ্য। আর আমি তাঁকে সেবা করার সময় তিনি আমাকে ক্রমাগত আরও উচ্চে তুলে ধরছেন।

আজ যারা ব্যর্থতায় নিরুৎসাহিত, তাদের জন্য আপনি কী বলতে চান?

সবসময় আপনার হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য কিছু করার আকাঙ্ক্ষা রাখুন। আমরা যা কিছু আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে চাই, তিনি তা পূর্ণ করতে সক্ষম। তাই আপনি যা বলেন এবং যা চান, সে বিষয়ে সচেতন থাকুন। যদি আমি নবম শ্রেণিতে ফেল করার পর পরাজয়ে বসে থাকতাম, তবে আজ আমি এখানে থাকতাম না। একইভাবে, ব্যর্থতাকে আপনার পরিচয় হতে দেবেন না। ঈশ্বরের সাথে এগিয়ে যান, আপনিও সফল হতে পারবেন।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, যদি ঈশ্বর এমন একজনকে তুলে ধরতে পারেন যিনি নবম শ্রেণিতে সব বিষয়ে ফেল করেছিলেন এবং সবাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, অথচ তাঁকে ড. কৃতিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—যিনি আজ আটটি ডিগ্রির অধিকারী, তাহলে আপনিও যদি তাঁর মতো দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে লক্ষ্য অনুসরণ করেন, যীশু আপনাকে আপনার প্রত্যাশার চেয়েও উঁচুতে তুলে ধরতে পারেন।